

তানবীরাদির প্রতি পুনরায়

আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে পারলাম। আপনি সবশেষে যে অন্যপ্রসঙ্গ আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু সর্বাগ্রে আপনার প্রতিক্রিয়ার উত্তরটাই দিচ্ছি। আশা করি তাতে আপত্তি করবেন না।

১

আপনাকে ‘দিদি’ ডেকেছি বলেই আমায় আপনাকে ভাই-ফোঁটা দিতে হবে এমনটি আশা করছি না। সুতরাং আপনি আমায় অক্লেশে অর্গব ডাকতে পারেন।

২

দেখুন দিদি, ভারত স্বাধীন দেশ হলেও আপনারা কিন্তু আমাদের দেশ নিয়ে যথেষ্ট ভাবেন। মুক্ত-মনার ইংরেজি বিভাগটিতে ভারত প্রসঙ্গে যাঁরা লেখেন, তাঁরা সবাই ভারতীয় নন। আমাদের সমাজের মৌলবাদ, অসামাজিক কার্যকলাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে আপনারা অনেকবার সোচ্চার হয়েছেন। এমনকি বাংলা বিভাগেও অপেক্ষাকৃত কম হলেও এ প্রসঙ্গে লেখালিখি হয়েছে।

ভারত একটি স্বাধীন দেশ। এবং এই ১০০ কোটির দেশটিতেও ভারতের আভ্যন্তরীন সমস্যা নিয়ে ভাবার জন্য বিদ্বান লোকের অভাব নেই। তবু যখন আপনারা আমাদের দেশ নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমরা কিন্তু তেড়ে ফুঁড়ে উঠিনি। হ্যাঁ, আপনারা যেহেতু ভারতে বাস করেন না, তাই এ দেশ সম্পর্কে আপনাদের তথ্যবিভ্রান্তি থাকতেই পারে। সেগুলো শুধরে দিয়েছি। মুক্ত-মনার কথা ছাড়ুন, আপনি হয়ত জানেন না, আমাদের দৈনিক স্টেটসম্যান (দ্য স্টেটসম্যানের বাংলা সংস্করণ), সংবাদ প্রতিদিন, আজকাল প্রভৃতি সংবাদপত্রে বাংলাদেশের অনেক কলামিস্টই আমাদের দেশ নিয়ে আলোচনা করেন। তখন কিন্তু আমরা আপনার যুক্তি তুলে তাঁদের নিবৃত্ত করতে যাই না।

পররাষ্ট্রবিষয়ে রচনার সময় যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা আপনাদের থেকেই শিখেছি। একথা কখনই বলিনি আপনাদের দেশ নিয়ে ভাববার লোকের কমতি পড়েছে আপনার দেশে - শুধু ভারতের নানা বিষয়ে আপনারা যেমন আমাদের চিন্তার খোরাক যোগান সেই রকম একটা কথাই বলেছিলাম। যাক সে কথা।

আর গালাগালি, পশ্চিমবঙ্গকে পরাধীন বলেও কিন্তু কম গালাগালি আপনারা দেন না। (ধরে নিই, সেটা আপনাদের সমালোচনা)। পরাধীনতা-স্বাধীনতার তত্ত্ব নিয়ে আর বসব না। আমি এ প্রসঙ্গে ক্লান্ত। বিপ্লববাবু এখনও অক্লান্ত - তিনি যদি কিছু মনে করেন তো বলবেন।

৩

হায়রে, আমাদের ‘বাঙ্গাল’ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বাংলাদেশে কত গর্ব। কি করব বলুন তো, আপনাদের পূর্বজদের ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া - যাঁরা সকল হিন্দুর সন্তানকে খেদিয়ে আমাদের কলকাতাকে সুফলা করেছেন।

সত্যজিত বাঙাল হোন আর যাই হোন, সে পরিচয় তিনিও ফলান নি আর সারা বিশ্বে কেউই তা নিয়ে মাথা ঘামান না। সবাই জানেন তিনি কলকাতার। তিনিও কিন্তু কলকাতাকে যত ভালোবেসেছেন তাঁর পিতৃভূমি বাংলাদেশকে বাসেননি।

যাক সে কথা, আপনারা বাঙাল শুদ্ধরক্ত বইছেন - আমরা তো ঘটি-বাঙাল সব মিশে গেছি। কলকাতার বাঙালদের বর্তমান প্রজন্ম তাঁদের বাঙাল পরিচয়টাই জানেনা। ঘটির অবস্থাও তথৈবচ। সুতরাং ঘটি-বাঙাল নিয়ে তর্ক করতে হলে আমায় আবার সেই উপনিবেশের যুগে ফিরে যেতে হবে। আর যদি নেহাত ঘটি বুদ্ধিজীবির তালিকাই ধরি তবে রবীন্দ্রনাথ (তাঁদের আদিনিবাস বর্ধমান জেলার কুশ গ্রাম - যেখান থেকে তাঁদের আদি-উপাধি কুশারীর উৎপত্তি), কাজী নজরুল ইসলাম, উত্তম কুমার, তারাসংকর, যামিনী রায়, রামকিংকর, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বাদ দিচ্ছেন কেন? কিন্তু কি করব শরীরে অবিশিষ্ট ঘটিরক্ত তো নেই, তাই এ নিয়ে যুদ্ধ করা নিষ্পয়োজন মনে করি।

৪

আপনার ধারণা হ'ল কেন একশ কোটির দেশে একজন সত্যজিত আর একজন মৃণাল উঠেছেন। আমাদের ঋতুপর্ণ ঘোষ, গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন, তরুন মজুমদার, তপন সিনহা আছেন। আছেন আদুর গোপালকৃষ্ণন, মণিরত্নম, অমল পালেকররাও। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা খুব ছোট নয়। যদি আমার বৃহত্তর ভারতীয়ত্বের খাতিরেই ধরি তবুও আর যদি আপনার ক্ষুদ্রতর বাঙালিত্বের খাতিরে ধরি তবুও।

৫

অনেক লেখকই নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না। অরুন্ধতী রায়ের (হোমস নয়) ঘটনার পর ভারত জুড়ে ঝড় উঠেছিল। তিনি একদিন জেলবাসের ভয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন। খবরটা আমারও ভালো লাগে নি। এ কেমন প্রতিবাদী যিনি সামান্য দন্ডের ভয়ে পিছিয়ে আসেন।

সম্মানটা রষ্ট্রযন্ত্রের চোখে নয়। সম্মানটা সমাজের চোখে। তাতে আপনাদের হীন প্রতিপন্ন করছি না। একশ বছর আগে জন্মালে কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্যেও বলতাম।

৬

আপনি প্রশ্ন করেছিলেন বিদেশীরা মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছে কিনা? আমি তার উত্তরেই ফ্রান্স, জার্মানিতে মহাশ্বেতা চর্চার কথা আপনাকে জানিয়েছিলাম। আমি কোথাও এমন কথা লিখিনি, যে বিদেশে বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা হচ্ছে না।

৭

বলেন কি তানবীরাদি! ভারতে বাস করি আর হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের খবর জানব না। না, সিনেমা হয়ত দেখা হয় না, কিন্তু খবর সবই রাখি।

আপনি আমার লেখাটা যদি আর একটু মন দিয়ে পড়ে দেখেন তবে দেখবেন আমি হল মালিকদের সরকারকে আমন্ত্রণ জানানোর আসল কারণটি দেখিয়েছি। কলকাতায় বাংলা সিনেমা মন্দা যায় এমন কথা আমাদের পরম শত্রুরও বলতে সাহস করবে না। অত্যাধুনিক আইনকুণ্ডলো পর্যন্ত বাংলা সিনেমা দেখাচ্ছে। আপনি হয়ত জানেন না, ঋতুপর্ণ এমন অসাধ্যও সাধন করেছেন, যে হলগুলি বৃটিশ আমল থেকে হিন্দি-ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষার সিনেমা দেখাত না, তারাও আজ বাংলা সিনেমা দেখাচ্ছে। আর চলচ্চিত্র উৎসবের সময়টা হিন্দি সিনেমার সবচেয়ে খারাপ সময় - সবাই তখন বাংলা ও বিদেশি ছবি দেখতে ছোটেন। তাই হল মালিকরাও ছোটেন বাংলা বা বিদেশি ছবির সন্ধান।

দেখুন আর একটা কথা, দুনিয়া শুদ্ধ লোক হিন্দি ছবি দেখছে বলেই আপনার মনে হচ্ছে হিন্দি সিনেমার তুল্য বস্তু ভূ-ভারতে নেই? ঋতুপর্ণর ছবি নিয়ে কিছু গন্ডমুখ আলোচনা না করতে পারে, কিন্তু

এই ছবি দেখানো হয় কান চলচ্চিত্র উৎসবে। মৃণাল গোল্ডেন গ্লোব পান। সত্যজিত অস্কার- তাই লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট - আমীর খানরা তো নমিনেশন তুলতেই ধেরান। সে কথা তো একবারও উল্লেখ করলেন না।

৮

হাওড়া থেকে দমদম, সোদপুর (শোধপুর নয়) থেকে সন্তোষপুর, সল্টলেক থেকে গড়িয়াহাট সর্বত্র সবাই হিন্দিতে কথা বলে - এ তথ্য আপনার মুখে প্রথম জানলাম। কলকাতার রাস্তাতেই আমায় দিনের অনেকটা সময় কাটাতে হয়। হিন্দিভাষী আমাদের এখানে প্রচুর আছেন - প্রায় ৪৫% এর মত। তারা সবাই হিন্দিতে কথা কয়? আমার কয়েকজন হিন্দিভাষী বন্ধু রয়েছে - তাঁরা বাংলা বলতেই চোস্ত নয়, লিখতেও ভালো পারে। অনেক দোকানদার অনেক টাক্সি ড্রাইভার হিন্দিভাষী - তবে বাংলা না বলতে পারলে যে কলকাতার ৫৫% লোকের সাথে তাদের বাক্যালাপই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ আমরা বাঙালিরা হিন্দিতে আবার ক'অক্ষর গোমাংস। আপনারা অতিথি হয়ে দুদিন দুটো ঘটনা দেখলেন দিদি, আমাদের কথাটা ফেলবেন না - কারণ আমরা দিনের ২৪ ঘন্টাও এই শহরে সহবাস করছি। অবাঙালিদের আপনারা কিভাবে খেদিয়েছেন সে প্রশঙ্গ তুলছি না, তবে যঁারা আমাদের শহরে অতিথি তাঁরা আমাদের কতটা সম্মান করেন আর আমরা তাঁদের কতটা মূল্য দিই এটা কলকাতাই জানে। আপনি নিশ্চয় জানেন ভারতবিখ্যাত গায়িকা উষা উখুপ সর্বদা কপালে যে টিপিটি পরেন তাতে বঙ্গাক্ষরে কলকাতার আদ্যাক্ষর 'ক' লেখা থাকে। কলকাতা মিলনভূমি - একে অনেকে সংকীর্ণ বাঙালি চেতনায় দেখতে ভালোবাসেন - কিন্তু তাঁরা হয়ত ভুলে যান ভারতের মহামানবের সাগরতীর বলে রবীন্দ্রনাথ যা কল্পনা করেছেন তা আমাদের এই কলকাতাই। যাক, জানি এ তথ্য আপনার বোধগম্য হবে না। তাই সহজ ভাষায় বলি কলকাতায় বাংলা ও হিন্দি ভাতৃভাবেই অবস্থান করে। এ নিয়ে বাংলা ভাষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই ও আপনাদেরও কোন চিন্তার কারণ নেই।

৯

কথা হচ্ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বভূমি কলকাতায় কতটা সম্মান পান তা নিয়ে। ভূপেন হাজারিকা বা সমরেশ মজুমদার বিদেশে কতটা পান তা নিয়ে নয়।

কথা যখন উঠল তখন এড়িয়ে গিয়ে লাভ কি?

ভারতের ট্রাভেল এজেন্টদের নানা বাঁদরামির খবর আমার জানা। সাধারণ মানুষরা নানা রকম দুর্ভোগেই পড়েন তাঁদের জন্য। ভূপেন হাজারিকা তার ব্যতিক্রম হবেন তা নিয়ে সন্দেহ কি? কল্পনা লাজমীর ব্যাপারটাতেই বুঝুন, এতে কি বাঙালি-অবাঙালির কোনো ব্যাপার আছে? আর সমস্ত দু'এক জন যদি খারাপ ব্যবহার করেন তাতে কি সাড়ে আট কোটি ভারতীয় বাঙালির চরিত্র নির্ধারিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশিরা আমাদের প্রতিভাকে সম্মান করেন - একথা অস্বীকার না করেও বলা যায়, কলকাতার শিল্পী সাহিত্যিকরা বিদেশে গেলেই কি তাঁদের খাওয়াপরাহণের জন্য বাংলাদেশিদের ডাক পড়ে? কখনই না।

উল্টোটাও ঘটে - তসলিমা নাসরিনকে ভারত সরকার নাগরিকত্ব দানের কথা চিন্তা করছেন। আপাতত তাঁকে বালিগঞ্জ প্রাসাদোপম ফ্ল্যাট দিয়েছেন বাংলা সরকার। সালাম আজাদও এই মুহুর্তে দিল্লিতে। শেখ হাসিনা এক সময় ভারতে রাজনৈতিক নির্বাসন যাপন করেছেন। দলাই লামা থেকে অনেক ব্যক্তিত্বই ভারতের আতিথেয়তা পাচ্ছেন। সুতরাং দু'একজন ট্রাভেল এজেন্টের পাল্লায় পড়ে বিদেশে দুর্ভোগ পোয়ালে তার জন্য একশ কোটির দেশটিকে দায়ী করা চলে না।

আমি আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছি? আপনিই বোধহয় ‘ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান’ লিখেছিলেন। আবার আপনিই ইসলামকে ‘আমাদের ধর্ম’ বললেন। আপনার লেখার স্যাপশট তুলে দিলাম :

অন্যকে মানুষ তখনই গালাগালি করে যখন নিজে দুর্বল থাকে। আপনি কেনো আমাদের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন না? এটাতো মুক্তমনার পরিচয় মোটেও নয়। ঠিক আছে মানলাম শ্রদ্ধা করা না করা আপনার মনের ব্যাপার, আপনি হয়তো ক্ষুদ্রমনা কিন্তু ভদ্রতা বলেওতো একটা ব্যাপার আছে নয় কি?

তাই ভেবেছিলাম ইসলাম আপনার ধর্ম নয়।

আমার বক্তব্য প্রসঙ্গে আসি। আমি আমার লেখার অংশটি তুলে দিচ্ছি :

ধর্মের সমস্যা তো ছেড়েই দিলাম। সেটা সর্বজনবিদিত। তায় মুসলমানদের (দুই বাংলায়) জন্মহার এত বেশি আর হিন্দুদের (পশ্চিমবঙ্গে) এত নিয়ন্ত্রিত, যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার ভয়েই বঙ্গরাষ্ট্রের পক্ষে মত দেবে না।

আমি হিন্দু মৌলবাদী মতটিকেই প্রকাশ করেছি। এটি আমার নিজের মত যে নয়, তা কি স্পষ্ট হচ্ছে না। সম্পাদক তো এবিষয়ে আমায় কিছু বললেন না। এটি যদি কুরুচিপূর্ণ লাগে তো মুক্ত-মনা সম্পাদক তা আমায় সতর্ক করলেন না কেন?

আপনার অভিযোগ পাস্ট টেনস নিয়ে আমি গর্ব বেশি করছি। ঠিক আছে প্রেসেন্ট টেন্সের কথাই ধরি - বলিউড, বড় ছাকরি এসব কথা ছেড়ে দিই।

আমাদের প্রেসেন্ট টেন্স এখনও মহাশ্বেতা দেবী আছেন যিনি ভারতে জ্ঞানপীঠ ও বিশ্বে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার জয়ী। আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স অমর্ত্য সেনও আছেন যিনি নোবেল জয়ী ও একজন ভারতরত্ন। আছেন রবিশঙ্কর, যাঁর বাদ্য আজ হলিউডের ছবিতে প্রযুক্ত হয়। এঁরা প্রবীন। নবীনদের মধ্যে অসংখ্য জাতীয় পুরস্কার জয়ী ঋতুপর্ণ, গৌতম, বুদ্ধদেব (তানবীরাদি বুদ্ধিজীবীহীন বিহারকে কেমন করে আপনারা আমাদের একাসনে বসাচ্ছেন?) সাহিত্যে আছেন শ্রীজাত, মন্দাকান্তা, তিলোত্তমা, জয় গোস্বামী। সঙ্গীতে স্বাগতালক্ষ্মী, লোপামুদ্রা বাংলায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাবুল সুপ্রিয়, শান, অভিজিত, দেবজিত সাহা (ইনি নাম গোপন না করেই এবছর সর্বসেরা ভারতীয় গায়ক হয়েছেন, তানবীরাদিকে আমার অনুরোধ বাঙালিকে আর এই অপবাদ আর দেবেন না) ইত্যাদি। রাজনীতিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আজ দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী, প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে রোম, নেপলস ও কেমব্রিজের সাথে একত্রে গবেষণা শুরু করেছে - তাদের দেশে নয়, খোদ কলকাতায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, খড়্গপুর আইআইটি, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির খ্যাতি দেশ জোড়া। সারা দেশের ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসেন।

প্রেসেন্ট টেন্সের লিস্টটা আমাদের খুব অগৌরবের নয়। তাই তানবীরাদি দয়া করে, বাংলাদেশের আতিশায্যে কলকাতাকে তুচ্ছ করেন, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সেটা না করাই ভালো নয় কি। মোদ্দা কথা, তিনি বলেছেন ভারতে বাঙালির সম্মান নেই। আমি নিজে বাঙালি বলে অবাঙালিদের কাছ থেকে কম সম্মান পাই না। তাই আমাদের সবকিছুকে বোধহয় বাংলাদেশের পাকিস্তান আমলের সঙ্গে তুলনা করে দেখা চলে না।

১২

আরবি-ফারসি প্রসঙ্গে বলি। বাঙালি লেখকরা একসময় সংস্কৃতের মোহে মাতাল হয়েছিলেন। এখনকার বাংলাদেশিরা অনেকেই আরবি-ফারসির মোহগ্রস্ত। এটাই খারাপ। সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি কোনোটিই বাংলার প্রাণের কাছাকাছি নয়। ভারতের একটি মৃত ভাষা সংস্কৃত আর আরবি-ফারসি সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের ভাষা। অন্যদিকে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত। আরবি-ফারসি বা সংস্কৃত নয়। তাই এসব ভাষা থেকে শব্দগ্রহণ স্বাভাবিক। আরবি-ফারসি বা সংস্কৃত আমাদের ধর্মীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজন মেটাতে কি?

একথা ঠিক ফারসি একসময় বাংলার রাজভাষা ছিল। সেই সময় বাংলা অভিধানে প্রয়োজন বশত অনেক শব্দই ঢুকেছে। উদাহরণস্বরূপ মহকুমা, থানা, মজলিশ প্রভৃতি শব্দ। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যেও এইসব শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেগুলির বোধগম্যতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু পয়লা বৈশাখ দৈনিক ইনকিলাব যেভাবে পাঠকদের ‘খোশ আমদেদ’ জানায় সেটি কতটা গ্রহণযোগ্য হয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। আমাদের দেশের মুসলমান লেখকরা তো খোশ আমদেদ জানান না - মুসলমান সমাজের মধ্যেও না। কলকাতার একজন মুসলমান আরেক মুসলমানকে শুভ নববর্ষই জানান। দুর্বোধ্যতা এখানেই জন্মায়। ইংরেজি পড়তে ডিকশনারি লাগে - কিন্তু বাংলা পড়তেও যদি ওই বস্তুটার দরকার কথায় কথায় হয়, তবে ধন্ধ জাগে আমরা বন্ধিমের তুলনায় কতটা এগিয়েছি।

১৩

সব শেষে নাম প্রসঙ্গ।

আমার নাম অর্গেব লিখুন কি আর্গেব লিখুন তা নিয়ে আমার বড় একটা মাথাব্যথা নেই। মোদ্দাকথা আমি বাঙালিকে চিঠি লেখার সময় ইংরেজি ভাষাটাকে এড়িয়েই চলি। তার উপর এটি খাঁটি বাংলা নাম। তাই আমার নামটি ভুল করার কথা কোনো বাঙালির নয়। তবে বিদেশি শব্দ অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। যেমন দেখুন না, শেক্ষপীয়রকে বাংলায় কি লিখব? শেক্ষপীয়র, সেক্ষপীয়র, না শেক্সপিয়র? ‘তানিবির’ বা ‘তালিকদার’ মুদ্রণের ভুল হতে পারে। নিজের লেখাটা চেক করতে গিয়ে দেখি অনেক জায়গায় আমি কথা না বলে কতা বলেছি। আর আপনার নামের ভুলটা যে মুদ্রণপ্রমাদ তার প্রমান ‘তালিকদার’ লেখা। এদেশেও অনেক তালুকদার আছেন। তাঁদের নামটি কিন্তু ভুল হয় না।

কিন্তু আপনার তাসলীমা নাসরীন আর আজারুজ্জামানের নামের ব্যাপারটা এখনও খটমট লাগছে। ওটুকু বাদে সবটাই বুঝেছি।

আশা করি, অযথা বিতর্কে আর আমাদের কাউকে জড়িয়ে পড়তে হবে না।

অর্গেব

কলকাতা

